ফ্যাসিবাদ ও গণমনস্তত্ত্ব

উইলহেম রাইখ-এর ১৯৩৩ সালের যুগান্তকারী তত্ত্বের বিশ্লেষণ

প্রফেসর ড. মিল্টন বিশ্বাস

মূল প্যারাডক্স: শোষণের পক্ষে গণসমর্থন

কেন লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এমন একটি কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থাকে সমর্থন করে, যা শেষ পর্যন্ত তাদের নিজেদেরই স্বাধীনতা হরণ করে এবং ক্ষতিসাধন করে?

- **পটভূমি:** ১৯৩৩ সালের জার্মানি এবং ভাইমার প্রজাতন্ত্রের পতন।
- **রাইখ-এর যুক্তি:** শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সংকট বা **প্রোপাগান্ডা** দিয়ে ফ্যাসিবাদের উত্থান ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়; এর মূলে রয়েছে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক কাঠামো।

একটি অভিনব তাত্ত্বিক সমন্বয়

মার্কসবাদ (Marxism)

অর্থনীতি, শ্রেণি সংগ্রাম এবং ক্ষমতার কাঠামো।

রাজনৈতিক মনস্তত্ত্ব (Political Psychology)

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা কীভাবে মানুষের ব্যক্তিত্বের গভীরে প্রোথিত হয়।

ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব (Freudianism)

অবচেতন মন, আবেগ এবং অবদমন।

কর্তৃত্ববাদী ব্যক্তিত্বের কাঠামো (The Authoritarian Personality)

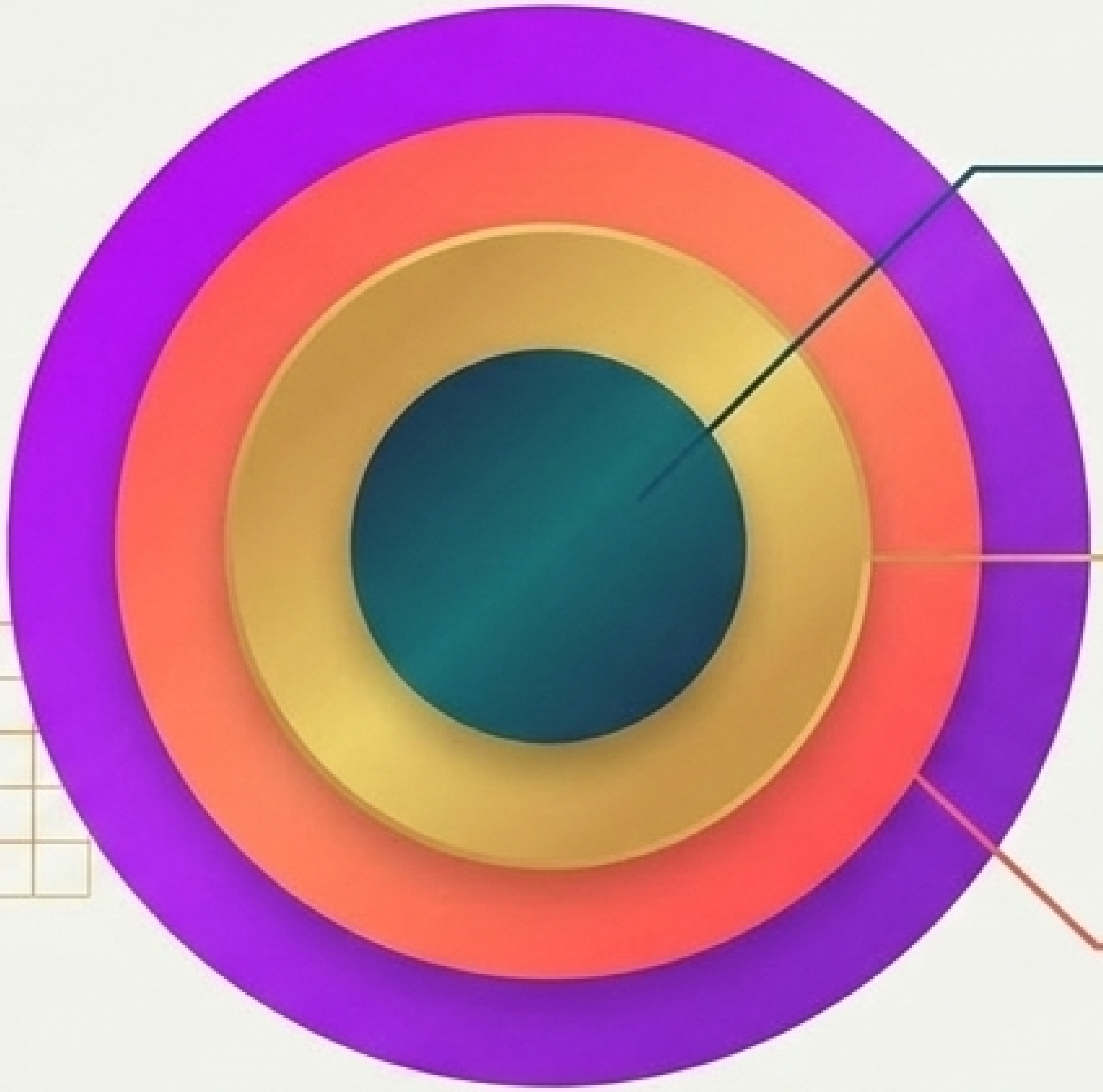
উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রতি অন্ধ আনুগত্য (Obedience Upward)

একনায়ক, সামরিক প্রধান বা পিতৃসুলভ নেতার প্রতি নিঃশর্ত ভক্তি। স্বাধীনতা এখানে অপরাধবোধ তৈরি করে।

অধস্তনদের প্রতি আগ্রাসন (Aggression Downward)

সংখ্যালঘু, ভিন্নমতাবলম্বী বা সামাজিকভাবে দুর্বল গোষ্ঠীর প্রতি তীব্র বিদ্বেষ ও আক্রমণাত্মক মনোভাব।

পরিবার: রাষ্ট্রের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ



পিতৃতান্ত্রিক পরিবার (Patriarchal Family)

পিতা হলেন চরম ক্ষমতাশালী। প্রশ্ন করা নিষিদ্ধ এবং আনুগত্যই প্রধান পুণ্য।

সামাজিক প্রতিষ্ঠান (Social Institutions)

স্কুল, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রে একই শৃঙ্খলার পুনরাবৃত্তি।

কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র (The Authoritarian State)

রাষ্ট্রনায়ক একটি বৃহৎ 'পিতা' হিসেবে আবির্ভূত হন।

পরিবার একটি রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করে; এটি শিশুকে প্রাপ্তবয়স্ক জীবনে অন্ধ আনুগত্য মেনে নিতে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে।

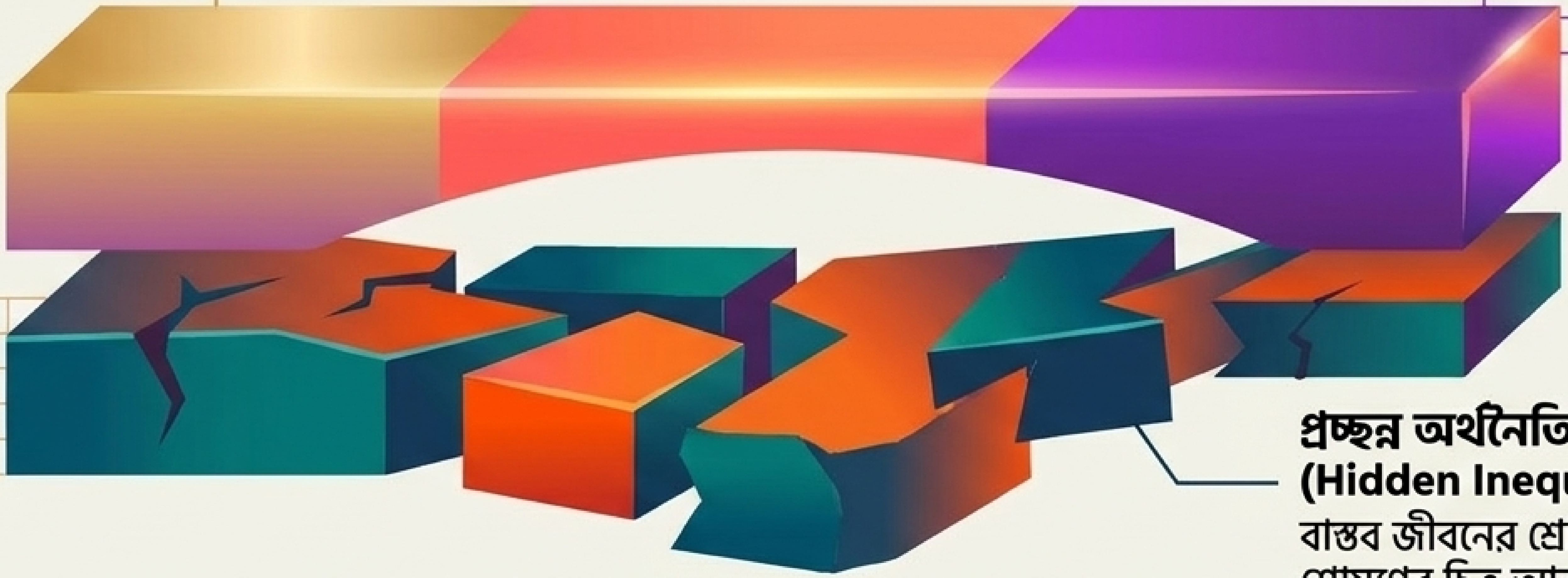
অবদমনের ইঞ্জিন এবং রাজনৈতিক বাধ্যতা



জাতীয়তাবাদ, বর্ণ ও ঐক্যের ভ্রান্তি

অখণ্ড জাতীয় ঐক্যের ভ্রান্তি (The Illusion of Unity)

শ্রমিক, মালিক ও শাসক—সবাই একই 'জাতীয় পরিবারের' অংশ।



প্রচ্ছন্ন অর্থনৈতিক বৈষম্য (Hidden Inequalities)

বাস্তব জীবনের শ্রেণিবৈষম্য ও শোষণের চিত্র আড়াল করা হয়।

সংখ্যালঘুদের 'জৈবিক হুমকি' হিসেবে চিত্রিত করে চরম সহিংসতাকে জাতীয় আত্মরক্ষার নামে বৈধতা দেওয়া হয়।

নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণির মনস্তাত্ত্বিক সংকট



ফ্যাসিজম এই শ্রেণিকে ক্ষমতাশালী কাঠামোর অংশ হওয়ার **কাল্পনিক অনুভূতি** প্রদান করে।

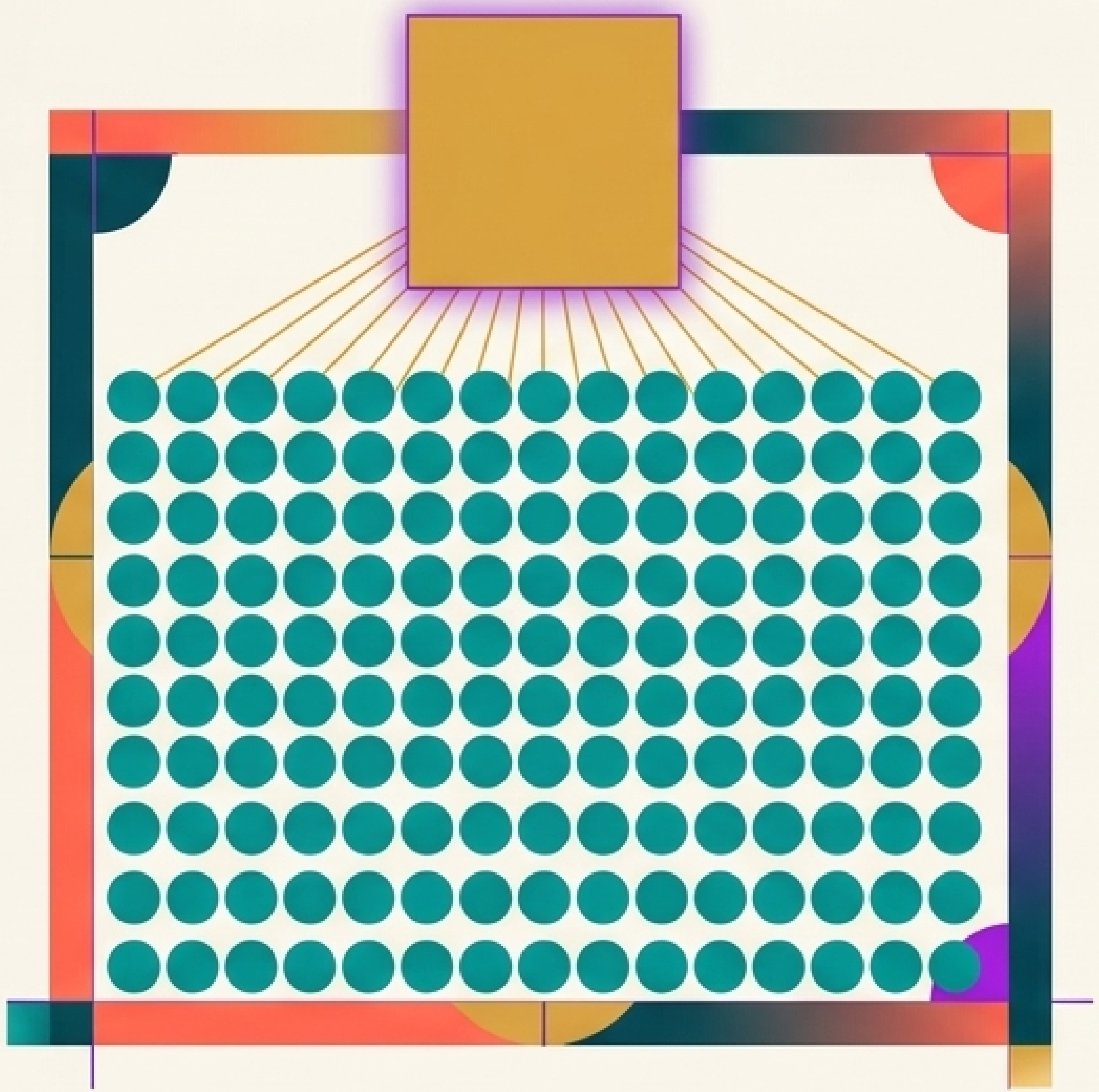
প্রোপাগান্ডার মনস্তত্ত্ব: আবেগের সমীকরণ

সফল প্রোপাগান্ডা যুক্তির চেয়ে অবচেতন আবেগকে বেশি লক্ষ্য করে। জটিল সমস্যাগুলোকে অত্যন্ত সরল, আবেগপূর্ণ বিভাজনে পরিণত করা হয়:

পবিত্রতা (Pure)	বনাম অপবিত্রতা (Impure)
স্বদেশ (Nation)	বনাম শত্রু (Enemy)
শৃঙ্খলা (Order)	বনাম বিশৃঙ্খলা (Chaos)
পৌরুষ (Masculinity)	বনাম অবক্ষয় (Degeneration)

প্রফেসর ড. মিল্টন বিশ্বাস

প্রতীক ও গণ-উন্মাদনার ক্ষমতা



যুক্তিহীন সংযোগ: ইউনিফর্ম, পতাকা, কুচকাওয়াজ এবং স্লোগান মানুষের সমালোচনামূলক চিন্তাকে বাইপাস করে।

সম্মিলিত পরিচয়: গণজমায়েতে একজন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি একটি বৃহৎ ও শক্তিশালী ‘ঐক্যবদ্ধ শরীরের’ অংশে পরিণত হয়।

নেতার সমান্তরাল পরিচয়: নেতা কেবল একজন রাজনীতিবিদ থাকেন না, তিনি স্বয়ং জাতির প্রতিমূর্তিতে পরিণত হন।

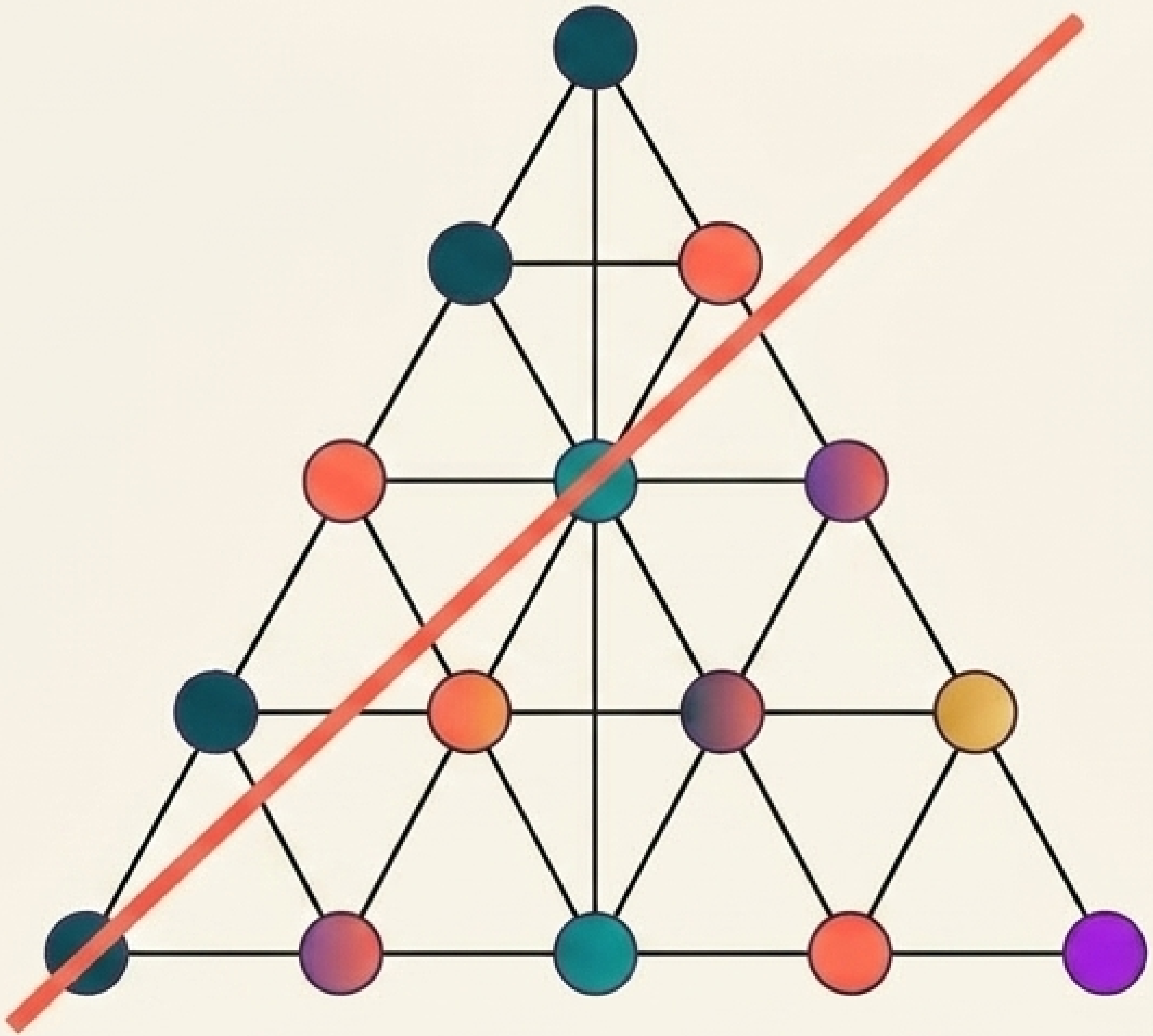
বামপন্থীদের তাত্ত্বিক অন্ধত্ব

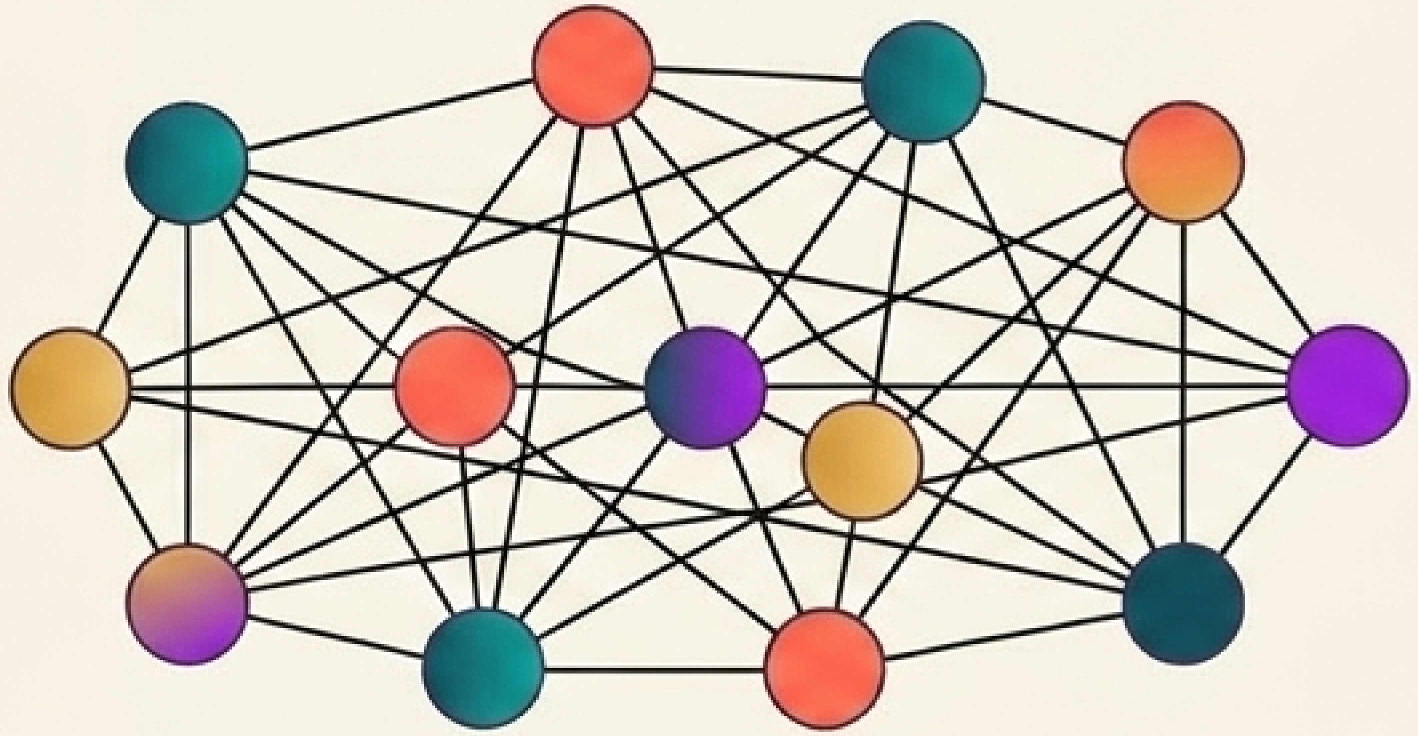
কমিউনিস্টদের চর্চা - The Left	ফ্যাসিস্টদের চর্চা - Fascism
- শুধুমাত্র যৌক্তিক ও অর্থনৈতিক যুক্তির ওপর নির্ভরতা। - পরিবার, ধর্ম, ও মানসিক নিরাপত্তাহীনতাকে উপেক্ষা করা।	- আবেগ, পুরাণ (Myth) এবং আত্মপরিচয়কে কাজে লাগানো। - ভয়, গর্ব, অপমান ও আকাঙ্ক্ষার ভাষায় কথা বলা।

বামপন্থীরা কথা বলেছিল ‘অর্থনৈতিক কাঠামোর’ ভাষায়,
আর ফ্যাসিস্টরা কথা বলেছিল ‘আবেগের’ ভাষায়।

বিকল্প সমাধান: ‘শ্রমিক-গণতন্ত্র’ (Work Democracy)

কর্তৃত্ববাদী আমলাতন্ত্রের বিপরীতে, কার্যকর কাজের ওপর ভিত্তি করে মানুষের ব্যবহারিক সহযোগিতা।

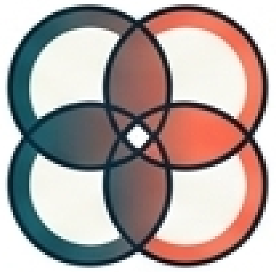




Core Principles

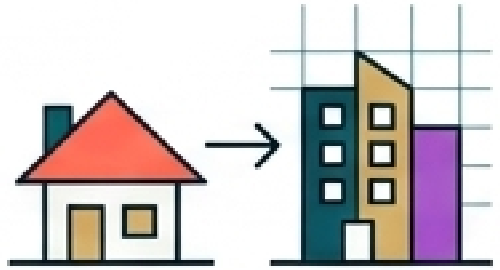
- ব্যক্তিগত স্বায়ত্তশাসন এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ।
- আধিপত্যের বদলে পারস্পরিক সহযোগিতা।
- বিকেন্দ্রীকৃত অংশগ্রহণ এবং অপ্রয়োজনীয় কর্তৃপক্ষের বিলুপ্তি।

তত্ত্বের মূল শক্তি ও অবদান



১. গণ-অংশগ্রহণের ব্যাখ্যা (Explains Mass Participation)

ফ্যাসিবাদ একক নেতার সৃষ্টি নয়, এটি লক্ষ মানুষের মানসিকতার ফসল।



২. ‘মাইক্রো-ফ্যাসিজম’ (Micro-Fascism)

ব্যক্তিগত জীবন, পরিবার ও শিক্ষার সাথে রাজনীতির গভীর সংযোগ স্থাপন।



৩. আবেগের স্বীকৃতি (Power of Emotion)

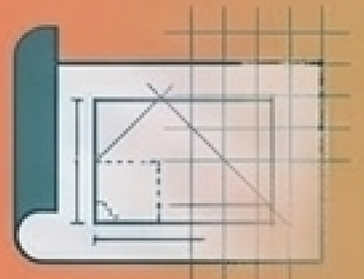
রাজনীতিতে ভয়, আকাঙ্ক্ষা এবং পরিচয়ের অপরিহার্য প্রভাব প্রমাণ করা।

সীমাবদ্ধতা ও সমালোচনা



১. যৌন অবদমনের অতি-মূল্যায়ন:

একটি জটিল ঐতিহাসিক ঘটনাকে একক মনস্তাত্ত্বিক কারণ দিয়ে ব্যাখ্যার প্রবণতা।



২. রাজনৈতিক বিকল্পের অস্পষ্টতা:

‘শ্রমিক-গণতন্ত্র’ সামাজিকভাবে প্রাসঙ্গিক হলেও প্রতিষ্ঠানগতভাবে এটি অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ।



৩. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের অভাব:

যুদ্ধ, প্রাতিষ্ঠানিক পতন এবং অভিজাত শ্রেণির ষড়যন্ত্রের মতো বাস্তব ঐতিহাসিক কারণগুলোকে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব দেওয়া।

সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা: ১৯৩৩ থেকে ডিজিটাল যুগ

১৯৩৩:

রেডিও, গণজমায়েত, এবং কাঠামোগত প্রোপাগান্ডা।

বর্তমান:

অ্যালগরিদম-চালিত ক্ষোভ, ডিজিটাল ইকো-চেম্বার (Echo-Chambers), এবং পরিচয়-ভিত্তিক মেরুকরণ।

গণতন্ত্র রক্ষায় কেবল নির্বাচনই যথেস্ট নয়। এর জন্য প্রয়োজন স্বাধীন চিন্তাক্ষমতা, আবেগগত স্বাধীনতা এবং ভিন্নতের প্রতি সহনশীলতা। ফ্যাসিবাদ তখনই সফল হয় যখন রাজনৈতিক ক্ষমতা মানুষের গভীরতম মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতার সাথে যুক্ত হয়।

প্রফেসর ড. মিল্টন বিশ্বাস